৫. বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র

অমরনাথ রায়

পড়ুয়ারা পাঠটি শুনে এবং পড়ে নিজের ভাষায় সেটা লিখতে পারবে এবং পড়ে শোনাতে পারবে, সেই বিষয়ে 'কেন' এবং 'কী করে' প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী। দেশের পরাধীতায় সবসময় মনে ব্যথা পেতেন। দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় দুর্গত মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। ইংরেজি সাহিত্য ভালোবাসতেন। বিশেষ প্রিয় ছিল শেক্সপিয়রের রচনা। বাংলা ভাষায় যাতে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনো করা যায় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন।

এখনকার বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট তারিখে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল হরিশচন্দ্র রায়। মা-র নাম ভুবনমোহিনী দেবী।

চার বছর বয়সে প্রফুল্লচন্দ্রের 'হাতেখড়ি' হয় এবং গ্রামের গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। ছেলেবেলায় স্কুলের পাঠ্য বই পড়ে তাঁর মন ভরতো না। হাতের কাছে যে বই তিনি পেতেন, তাই পড়ে শেষ করতেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র ১২ বছর, তখন থেকেই ভোর রাতে উঠে আপন মনে বসে বই পড়তেন। বইপড়া ছিল তাঁর নেশা। আর সারাজীবন এ নেশা তাঁর ছিল।

উচ্চশিক্ষালাভের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র বিলেত যান। স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এসসি পাশ করেন। তারপর ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এসসি ডিগ্রি ও 'হোপ' পুরস্কার লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাত্র পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাও করতে থাকেন।

ছাত্রছাত্রীদের তিনি নিজের ছেলেমেয়ের মতো ভালোবাসতেন। তাদের যেমন আদর করতেন তেমনি ভুলত্রুটির জন্য আবার ভর্ৎসনাও করতেন। গরিব ছাত্রদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন। ছাত্রছাত্রীরাও তাঁকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করত, গুরুর মতো ভক্তি করত।

বাবুয়ানার উপর প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন হাড়ে-হাড়ে চটা। যারা বেহিসেবি খরচ করে তাদের তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তিনি বলতেন, যে-দেশের লোক পেট ভরে খেতে পায় না, সে দেশে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খরচ করা মস্ত বড়ো অপরাধ।

বাঙালি ছেলেরা পরীক্ষায় পাশ করে চাকরির খোঁজে চাকরি না পেলে মনে করে জীবনটা নষ্ট হয়ে